

খুশি ংকদিন কুসুমপুরে



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত

খুশি একদিন কুসুমপুরে



সম্প্রদায় ও সম্পাদনা

শফিক আহমেদ শিবলী

উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মোঃ মুরশীদ আকতার

গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

ডা. মো: গোলাম মোস্তাফা

ইসিডি উপদেষ্টা, আগা খান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইকবাল হোসেন

শিক্ষা উপদেষ্টা, গ্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

চিত্রাঙ্কন
রেজাউন নবী

শিল্প নির্দেশনা
মুস্তাফা মনোয়ার



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : জুলাই, ২০১৬

সার্বিক নির্দেশনায়

প্রফেসর মোঃ শফিকুর রহমান

চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

উন্নয়ন, অভিযোজন ও পরিমার্জনে

প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল মান্নান, সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সৈয়দ মাহফুজ আলী, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

লানা হুমায়রা খান, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

আবু হেনা মাহফুজুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মোঃ মাহফুজুর রহমান জুয়েল, শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ইকবাল হোসেন, শিক্ষা উপদেষ্টা, প্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

জান্নাতুন নাহার, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট-ইসিডি, আই ই ডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

পরামর্শক

প্রফেসর কফিল উদ্দিন আহমদ

গ্রাফিক্স

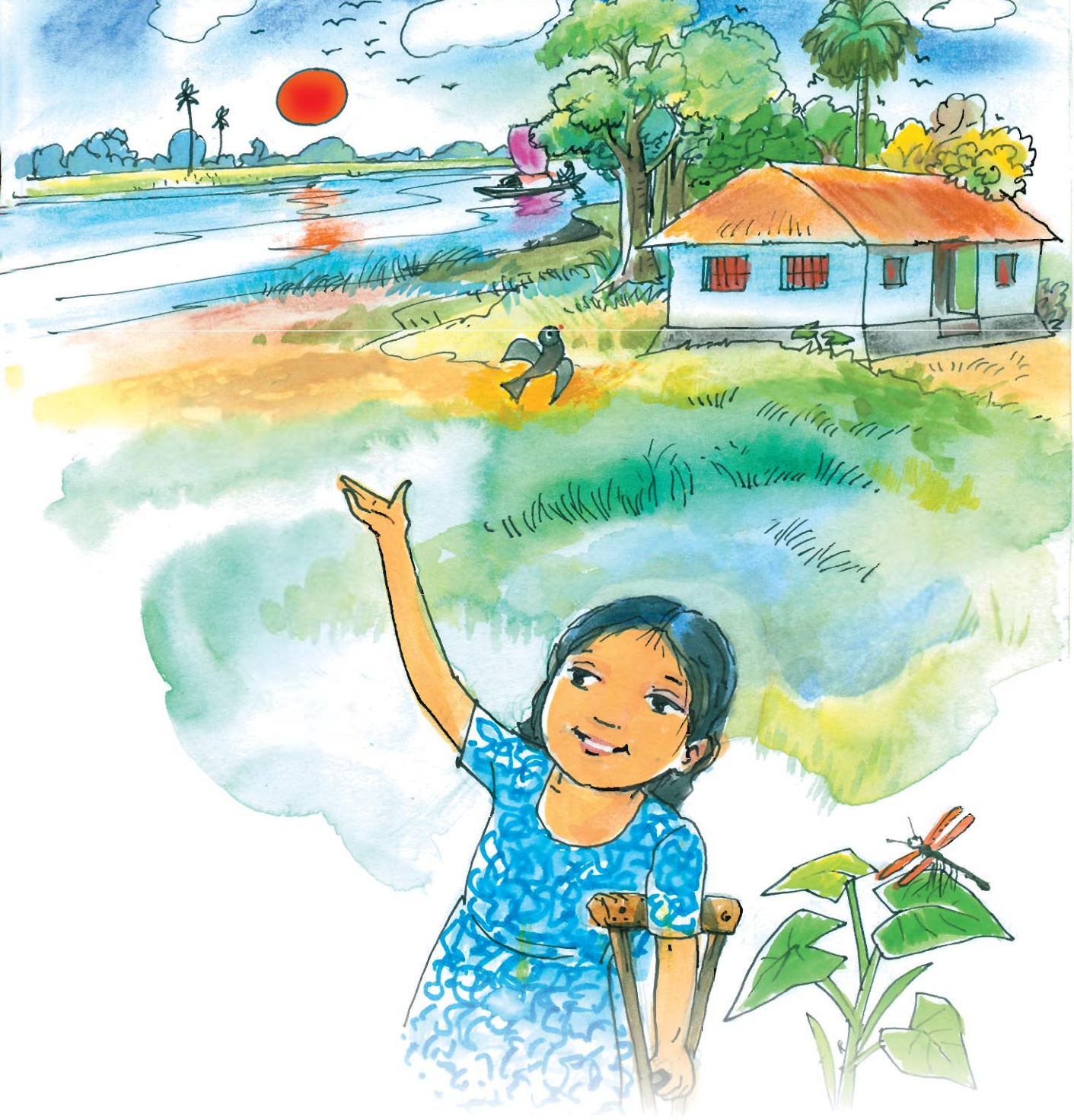
অমল দাস

সিসিমপুর প্রকাশিত মিত্র একদিন সিসিমপুরে গল্প অবলম্বনে

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :



সুন্দর সকাল । পাখির কিচিরমিচির ডাকে খুশির ঘুম ভাঙে ।
আজ খুশির মনে অনেক আনন্দ । আজ সে মায়ের সাথে
কুসুমপুর বেড়াতে যাবে ।



ঘুম থেকে উঠেই খুশি নিজের বিছানা ও কাপড়-চোপড় সুন্দর
করে গুছিয়ে রাখে । তাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে হবে ।



খুশি দাঁত মেজে নেয় । সে প্রতিদিন সকালে ও রাতে দাঁত
মাজে । তাই তার দাঁত খুব সুন্দর আর মজবুত ।



এবার খুশি মনের আনন্দে গোসল সেরে নেয় । মা বলেন,
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য রোজ গোসল করতে হয় ।



মা খুশিকে লাল জামা পরিয়ে দিলেন । হলুদ ফিতা
দিয়ে চুল বেঁধে দিলেন । লাল জামা পরে খুশিকে খুব
সুন্দর লাগছে । খুশি এখন বেড়াতে যাবার জন্য তৈরি ।



কুসুমপুর যাওয়ার পথে খুশি অনেক গাছপালা দেখল । দেখল
সোনালি ধানখেত, নীল আকাশ, প্রজাপতি আর ফড়িং ।
খুশি বলল, আমাদের দেশটা কত সুন্দর! তাই না মা?



খুশি কুসুমপুরে পৌঁছে দেখে, বন্ধুরা খেলছে । সেও বন্ধুদের
সাথে খেলতে নেমে পড়ল । হঠাৎ খেয়াল করল, তার বন্ধু
বুপাকে দেখা যাচ্ছে না ।



জিজ্ঞেস করতেই অন্য বন্ধুরা বলল, বুপাদের বাড়িতে একটা
বাঘ এসেছে। বাঘ আমার অনেক সর্দি হয়েছে।
খুশি বলল, বাঘ! কামড়াবে না তো?



খুশি বুপাদের বাড়িতে এসে বাঘের সঙ্গে দেখা করতে গেল ।
বাঘ বলল, আমাকে ভয় পেয়ো না । পথ ভুলে চলে এসেছি ।
আমার ভীষণ ঠাণ্ডা লেগেছে । বলেই হাঁচি দিল ।



খুশি বাঘকে বলল, মন খারাপ কর না । তুমি ভালো হয়ে
যাবে । তবে মনে রেখ, হাঁচিকাশি দেওয়ার সময় মুখে
কাপড় দিতে হয় । আর হাত ধুয়ে নিতে হয় । তাহলে
রোগজীবাণু ছড়ায় না ।



ৰুপা বলল, বাঘ মামা তুমি চিন্তা কর না ।
হাঁচিকাশি ভালো হলেই তোমাকে বনে দিয়ে আসব ।



এদিকে বুপা আর খুশির মা মজার মজার খাবার রান্না
করেছেন। সবাই মজা করে খাবার খেলো। বাঘকেও খাবার
খেতে দিল।



বাঘ মামা খাবার পেয়ে খুব খুশি ।



খুশি বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ।
আজকের দিনটি খুশির খুব আনন্দে কেটেছে ।
খুশি মাকে বলল, ধন্যবাদ মা ।



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
২০১৭

